লুতেশিয়া নামের মেয়েটি।

খান আনওয়ার

পারী নগরীর (প্যারিসের) বসন্তকাল খুব সংক্ষিপ্ত। কোথা থেকে আসে তা টের পেতে না পেতেই আবার মিলিয়ে যায়। কিন্তু তার উপস্থিতি ও সাজগোজ কারো চোখকে ফাঁকি দিতে পারে না বা দেওয়া সম্ভব নয়। যেন এই নামমাত্র হাজিরা দেবার জন্যই তার এতো সাজগোজ, দিকে দিকে এতো আয়োজন। এর পরে আসে লেতে (l'été) বা সামার। ফ্রান্স তথা ইউরোপে এ সময়টা উপভোগ করা, আনন্দ করার সময়। বেশীর ভাগ ইউরোপীয়ানরা এ সময় বাৎসরিক ছুটি কাটানোর জন্য পরিবার সমেত অথবা বন্ধু বান্ধব নিয়ে নিজ দেশের বিভিন্ন অঞ্চল বা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বেরিয়ে পড়ে। কাজ কর্ম সব কিছুতে এ সময় ধীর গতি চলে এলে অনেকটা অলস সময়ও কাটাতে হয়। এক বছর আমার আর ছুটিতে বাইরে কোথাও যাওয়া হয়নি। সে বছর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম প্যারিস নগরীর অদেখা অজানা অনেক বিষয়ের সাথে পরিচিত হবো। এখানে এতো পরিমাণ দর্শনীয় ও ভিজিট করার স্থান রয়েছে যে পুরো ছুটির সময়টা প্যারিসে কাটালেও তার সব উপভোগ করা সম্ভব নয়। এ সত্যটা মেনে নিয়েই সেবার প্যারিসে থেকে গেলাম। কোন সময় বিকালের দিকে মাঝে মাঝে বাসার পাশে আমাদের এ্যরোঁন্দিসমোতে অবস্থিত এক সাধারণ পার্কের কোণায় এক বেঞ্চে বসে বিকালের প্রহরটা কাটাতাম। সেখানে যেয়ে প্রকৃতির সবুজে হারিয়ে যেতে খুব একটা খারাপ লাগতো না। কিছুটা দেশের আবহাওয়ার অনুভূতি পেতাম সেখানে বসে। অনেক ছোট ছোট শিশুরা খেলাধূলা করতে আসতো সে পার্কে। সেখানে হরেক রকমের খেলার সরঞ্জাম নিয়ে হারিয়ে যেত তারা শিশুসুলভ উচ্ছলতায়। এভাবে নিয়মিত যেতে যেতে ছোট এক শিশুর সাথে পরিচয় হয়। মেয়েটির বয়স ৬ থেকে ৭ বছর হবে। একদিন, আমি পড়তে পড়তে কোনো এক সময় বইয়ের পাতায় এতো নিমগ্ন হয়ে গিয়েছিলাম যে হালকা হাওয়ায় আমার অন্য খবরের কাগজটি উড়ে যেয়ে কিছুটা দূরে পড়েছে, সেদিকে আমি খেয়াল করিনি। মসিয়্য, সে ভত্রো জুর্নাল (Monsieur, c'est votre journal)। এই বলে মেয়েটি আমার হাতে খবরের কাগজটি এনে দিলো। আমি পত্রিকাটি নিয়ে মের্সি (merci) বা শুকরিয়া জানিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলাম পতিত, তুতাপেল কমো অর্থাৎ ছোট, তোমার নাম কি? মেয়েটি বললো লুতেশিয়া (Lutétia)। লুতেশিয়া ! ফরাসীতে বললাম বেশ চমৎকার নাম। মেয়েটি একটু হেসে তার সোনালী চুলের গোছা দুলিয়ে আবার খেলায় মনোযোগ দিল। কিন্তু তখন আমার মন আর বইয়ের পাতায় নেই। ভাবছি ছোট মেয়েটির নামের কথা। কারণ কোন নামই গুরুত্বহীনভাবে রাখা হয় না, প্রতিটি নামের পিছনে এক একটি ইতিহাস বা কাহিনী রয়েছে। লুতেশিয়া নামটি একেবারে সাধারণ নাম নয়। আমাকে অনেকবারই এ নামটির মুখোমুখি হতে হয়েছে বিভিন্ন সময়ে। তাই আমি এ নামটির গুরুত্ব সমন্ধে ভাবছিলাম।

সে অনেকদিন আগে, প্রায় এক মিলিয়ন বছর হবে। তখন ফ্রান্সকে গল বলা হতো এবং এই নামেই দেশটি পরিচিত ছিল। পারীর (প্যারিসের) বুক চিরে বয়ে যাওয়া স্যান নদী তখনও বহমান ছিল। কিন্তু তার অবয়ব ও অবস্থান ঠিক তার বর্তমান হালের মতো ছিল না। এককালে আমাদের দেশের পদ্মা, মেঘনা নদীও ছিল তরঙ্গবহুল, উত্তাল ও চপলাচপল। স্টীমারেও নদী পাড়ি দেবার পূর্বে সবাই আল্লাহর নাম নিতো। দুরন্ত ঢেউয়ের দোলায় বিশাল জাহাজটাকেও শিশুর বানানো ভাসিয়ে দেওয়া কাগজের নৌকার মতো মনে হতো। নদীর কূল কিনারা দেখা যেতো না। আর তাই বাংলাদেশের গ্রামে এখনও সাধারণ লোকের মুখে মুখে ফিরে আব্বাস উদ্দিনের গাওয়া সেই « নদীর কূল নাই, কিনার নাইরে » গানটি। এক সময় এ রকম বিশাল কলেবর ছিল স্যান নদীরও। চওড়ায় ছিল প্রায় এক মাইলের মতো বিস্তৃত। ধীরে ধীরে এখানকার অধিবাসীগণ স্যানকে তাদের নাগালে এনেছে। এ ছাড়া সেই খরস্রোতা নদীতে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে পলি মাটি জমতে থাকে। আবার কখনও বৃষ্টির পানিতে জমি ধুয়ে, বরফ গলা পানি হতে তলানী সঞ্চিত হয়ে সেখানে জনপদ গড়ে ওঠার মতো এক অনুকুল ভিত্তি গড়ে ওঠে বর্তমান পারী এলাকায়।

প্রাচীন কালের স্যান নদীটি বর্তমান পারী এলাকায় এসে দু'টি শাখায় বিভক্ত হয়ে যায়। এক শাখার নাম ছিল বের্সি এবং অন্য শাখার নাম ছিল শাইয়ো। যদিও বর্তমানে বেশ সরু হয়ে এখনও ধারা দু'টি বহমান, তবে তা স্যান নামেই প্রবাহিত। যে কেউ মেট্রোতে করে সিতে (Cité) স্টেশনে নেমে উপরে উঠলে দেখতে পাবে যে স্যান নদীর দু'টি ধারা দু'দিক থেকে প্রবাহিত। প্রাচীন কালে প্রায় প্রতি বছরই সেখানে বন্যা হতো। এলাকার একটি অংশে পানি আবদ্ধ হয়ে জলাভূমিতে পরিণত হয়। যুগের পর যুগ ধরে এলাকাটি

মারে (Marais) বা জলাভূমি নামে পরিচিত হয়ে আসছে। ধীরে ধীরে ঐ এলাকার আবহাওয়া উষ্ণ হয়ে সেখানে গভীর বনভূমির সৃষ্টি হয়। অতঃপর স্যান নদীর মাঝখানে কয়েকটি দ্বীপ ভেসে ওঠে। দ্বীপগুলিতে ঘন বনভূমির সৃষ্টি হয়। পরবর্তীকালে খরস্রোতা স্যান পরিবেষ্টিত সুন্দর সুন্দর দ্বীপগুলি হয়ে ওঠে এক আকর্ষণীয় খুদে রাজ্যের সমাহার।

সে সময় লোকসংখ্যার তুলনায় জমি ছিল অনেক। আদিম মানব জাতি তাই সম্পদ, অনুকুল আবহাওয়া ও পরিবেশের সন্ধানে দলবদ্ধ হয়ে ঘুরে বেড়াতো এক স্থান থেকে অন্য স্থানে। যিশু খ্রীস্টের জন্মের প্রায় তিন শতাব্দী পূর্বে সে রকম সেল্‌ত (Celtes) সম্প্রদায় নতুন জমির সন্ধানে গলদেশে এসে ছড়িয়ে পড়ে। মূলতঃ যিশু খ্রীস্টের জন্মের পূর্বে ব্রোঞ্জ যুগে বর্তমান বেলজিয়াম এলাকা বিশেষ করে বেলজিয়ামের দক্ষিণ অংশ, সুইজারল্যান্ড, ফ্রান্স ও ইতালীর উত্তর অংশের অধিবাসীকে সেল্‌ত বলা হতো। সে সময় ফ্রান্স গল্‌ নামে অভিহিত হবার কারণে ফ্রান্সে বসবাসরত সেল্‌তদেরকে গলোয়া (Gaulois) বা গলজাতি বলা হতো। প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্যের আহবানে সেল্‌তগণ স্যান নদীর তীর বেয়ে শিবির বা আবাসস্থল গড়ে তোলে। কারণ গভীর দ্বীপ মালাটি মারে, পানি ও নদী পরিবেষ্টিত হয়ে বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে প্রতিরক্ষার এক চমৎকার আবাসভূমি ছিল। দারুণ শীতে আগুনের উষ্ণতা পাবার জন্য, নিরাপদ ঘরবাড়ী তৈরী করে বসবাস করার জন্য, যাতায়াতের সুবিধার্থে খাল নদীর উপর পুল তৈরী করার জন্য, শিকার, মাছ ধরা, ব্যবসা বাণিজ্য করতে যাতায়াতে ব্যবহৃত নৌকা তৈরী করার জন্য প্রচুর কাঠের প্রয়োজন ছিল। আর এই কাঠের যোগান দেবার জন্য ঐ বনভূমিই যথেষ্ঠ ছিল। এ সব অনুকুল পরিবেশের কারণে সেল্‌তরা দ্বীপটিতে ছোট ছোট বর্গাকার ও তিনকোণা শনের কুটির তৈরী করে। গাছে গাছে ফল, বন ভর্তি শিকারের প্রাণী ও নদী ভর্তি মাছ সেল্‌তদের জীবনে স্থিতিশীলতা ও প্রাচুর্য্য এনে দেয়। ক্রমে দ্বীপগুলি গুচ্ছগ্রামে ভর্তি হয়ে ওঠে।

যিশু খ্রীস্টের জন্মের ৫২ বছর আগে রোমানগণ জুলিয়াস সিজার এর লেফটেনেন্ট লাবিন্যুসের (Labienus) নেতৃত্বে পারী এলাকা দখল করে। তবে সেল্‌তদের থেকে এই নগরী তাদের কব্জায় আনতে বেশ বেগ পেতে হয়েছে। সেল্‌তগণ শতাব্দীর পর শতাব্দী কাল ধরে তাদের আবাস এখানে গড়ে তোলে। তাই তারা সহজে হার মানতে রাজী ছিল না এবং পালিয়ে না যেয়ে রোমানদের প্রতিরোধ করার পথই তারা বেছে নেয়। অনেক সময় ধরেই তারা রোমানদের প্রতিরোধ করে। এক সময় রোমানগণ তাদেরকে চারিদিক থেকে ঘিরে ফেলে। উপায়ন্তর না দেখে সেলত্গণ তাদের তৈরী স্যান নদীর উপর তাদের গড়া সমস্ত পুল ধ্বংস করে দেয় এবং নগরীতে আগুন লাগিয়ে দেয়। কিন্তু শেষরক্ষা আর হয়নি, শক্তিশালী রোমানগণ লড়াইয়ে জয়ী হয়। তবে নগরীটি জ্বালিয়ে দেবার কারণে রোমানদের সুবিধা হয়েছিল। তারা তাদের ধাঁচে নতুন করে নগরীটি তৈরী করে। গলদের এই শহরকে ল্যাটিন *Lutetia* বা *Lutetia Parisiorum* নামে ডাকা হতো এবং ফরাসী ভাষায় বলা হতো Lutèce। ল্যাটিন লুতেশিয়া নামের অর্থ কাদামাটি। ৩০০ সনের দিকে ল্যাটিন শব্দ *« civitas Parisiorum-* la Cité des Parisii » থেকে লুতেশিয়া পারী (Paris) নাম ধারণ করে এবং এর অধিবাসীগণকে বলা হতো Parisii. আর এ জন্য প্যারিস সংলগ্ন অনেক এলাকায় এই নামটির সংযোজন দেখা যায় যা এখনও বিদ্যমান। তার মধ্যে রয়েছে Villeparisis, Cormeilles-en-Parisis, Fontenay-en-Parisis ইত্যাদি। বর্তমানে প্যারিসের অধিবাসীদেরকে পারিজিয়াঁ বা পারিজিয়েন (স্ত্রীবাচক) বলা হয়। তবে সেই পানারমিক দ্বীপমালার সুন্দর ল্যাটিন নামের লুতেশিয়া নগরীটির অস্তিত্ব আজ না থাকলে ফ্রান্সের সর্বত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে এ নামটি। ফরাসীরা এখনও নামটি এতো ভালবাসে যে ঐ নামটি তারা তাদের অনেক স্থানের, অনেক প্রতিষ্ঠানের, অনেক হোটেল রেস্তোরোঁর নামকরণ করে নামটির প্রতি তাদের ভালবাসা ও একাত্মতা ঘোষণা করে থাকে। শুধু তাই নয়, ফ্রান্সে অনেক মেয়েদের নাম ও ঐ নামে তবে নামের বানানে হেরফের থাকে। এক দ্বীপমালার নাম, এক সুন্দর নগরীর নাম থেকে পার্কে পরিচিতা মেয়েটির লুতেশিয়া নামের কাহিনী ছিল এ রকম।

anwar_hossein_khan@hotmail.com